তারিখ 20 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন সময়সূচি কেউ মানছে না

রফিকুল ইসলাম রতন

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১০টা-৪টা নতুন সময়সূচি নির্ধারণের ২ মাস পরও সরকারি এই নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে না। শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষক সমিতি নেতাদের সঙ্গে কোনরকম আলাপ-আলোচনা ছাড়াই হঠাৎ করে জারিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন সময়সূচি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ক্ষুব্ধ হয়েছেন অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নেতারা। প্রশ্ন উঠেছে এর যৌক্তিকতা

সময়সূচি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

সময়সূচি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অধিকাংশ সুখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুই শিফটে পাঠদান পদ্ধতি চালু থাকায় সরকারি নতুন এই নিয়ম সেক্ষেত্রে অকার্যকর বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। গত ১৯ আগস্ট শিক্ষা সচিবের জারি করা এক পরিপত্রের মাধ্যমে এই নতুন নিয়ম চালু করা হয় [illegible] শিক্ষা সচিব এই পরিপত্র জারি করেছেন [illegible]

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের ৩১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে রাজধানী ঢাকার ২০টিসহ ৬২টি বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ক্লাস চলে। বাকিগুলোতে ক্লাস হয় এক শিফটে। যেসব বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ক্লাস হয় সেগুলোতে সকাল ৭/৮টা থেকে ১১/১২টা পর্যন্ত প্রথম শিফট এবং দুপুর ১১/১২টা থেকে বিকাল ৪/৫টা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফটে ক্লাস চলে। কোন কোন নামিদামি সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজে) সকাল ৭/৮টা থেকে মেয়েদের ক্লাস হয় এবং বিকালে ক্লাস হয় ছেলেদের। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সচিবের জারিকৃত নতুন ১০টা-৪টা সময়সূচি মেনে চলা সম্ভব নয়।

সূত্র জানায়, গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল ও মাদ্রাসায় এই নতুন নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। শিক্ষা সচিবের জারিকৃত এই পরিপত্রের বিরোধিতা করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি ও মহাসচিব বলেন, সরকারের এই নতুন সময়সূচি আইএলও এবং ইউনেস্কোর শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালার পরিপন্থী। শিক্ষক, শিক্ষক নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা না করে সরকারের একতরফাভাবে জারি করা সময়সূচি কেউ মেনে নিতে পারে না।